রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, আগস্ট ২৬, ২০২৫

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড পলিসি রিসার্চ ইউনিট

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১০ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪২.০০.০০০০.০০০.০৩৪.২২.০০০১.১৮.১১৯**––সমন্বিত ও পরিকল্পিতভাবে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নদী খনন, নৌরুট সৃষ্টি/পুনরুদ্ধার, মৎস্য, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, জলাভূমির জীববৈচিত্র্য, বিভিন্ন জলজ প্রজাতির প্রজনন ও আবাসস্থল সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলাসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে সর্বজনীন ব্যবহারের জন্য "ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৫" প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উপদেষ্টা পরিষদ-বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে।

২। অনুমোদিত "ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৫" সর্বজনীন ব্যবহারের জন্য নির্দেশক্রমে জারি করা হলো। ড্রেজিং, ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা বা এ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাকারী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং সরকারি/ বেসরকারি সকল দপ্তরের জন্য এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

৩। অত্র প্রজ্ঞাপন জারির দিন হতে এ নীতিমালাটি কার্যকর বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা আক্তার রেইনা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মূল্য : টাকা ২০.০০

অধ্যায়: ০১

ভূমিকা

১. বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের নদীগুলো প্রতিবছর প্রায় ২.৪ বিলিয়ন টন পলি বহন করে, যা বিশ্বের মোট পলির প্রায় ১৮.৫%। উজান হতে আগত পানিবাহিত এই পলি প্রতিনিয়ত নদীর তলদেশে জমা হতে থাকায় নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ, পানি ধারণ এবং পানি পরিবহন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। ফলে, একদিকে নদীর তীর ভেঙে নদীর প্রশস্ততা বাড়ছে এবং বন্যার প্রকোপ ও বন্যার ভয়াবহতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর অন্যদিকে শুষ্ক মৌসুমে নদ-নদীর পানি প্রবাহ কমে যাচ্ছে অথবা কিছু স্থানে প্রায়শঃ নদী প্রবাহ শূন্য হয়ে যাচ্ছে।

এ প্রেক্ষিতে নদ-নদীর পানি প্রবাহ বজায় রাখা ও নাব্যতা পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রয়োজনের নিরিখে বিভিন্ন স্থানে ড্রেজিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতি বছর গড়ে ১০০০ কিলোমিটার নদ-নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে প্রায় ২৭ লক্ষ টন ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল উত্তোলন করা হচ্ছে (তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ)। এছাড়া নৌ চলাচল পথসমূহ সচল রাখা, কৃষিতে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত নদী খনন/ড্রেজিং করা হয়। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক যত্রতত্র অপরিকল্পিতভাবে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনাকালে প্রাপ্ত পলি নদী বক্ষে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। যার ফলে নদীর নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে এবং ক্রমাগত একই স্থানে ড্রেজিং করায় নদী ভাঙন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, নৌরুটে অসংখ্য ডুবোচর সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে নাব্যতা সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বোপরি, অপরিকল্পিত ড্রেজিং এর ফলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পলি ব্যবস্থাপনা সম্ভব হচ্ছে না। ড্রেজিংজনিত শব্দ দূষণের কারণে নদীকেন্দ্রিক জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র এবং মাছের বিচরণক্ষেত্র ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। নদীর পাড় ভেঙ্গে মানুষের আবাসস্থল ও ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

সামগ্রিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনান্তে পরিকল্পিত ড্রেজিং এবং ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নদী খনন, নৌরুট সৃষ্টি/পুনরুদ্ধার, উপকূলীয় অঞ্চলে ভূমি পুনরুদ্ধার, মৎস্য, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, জলাভূমির জীববৈচিত্র্য, বিভিন্ন জলজ প্রজাতির প্রজনন ও আবাসস্থল রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলাসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একটি নীতিমালা প্রয়োজন। ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি সর্বজনীন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য গত ০৩ জুন ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

তৎপ্রেক্ষিতে ড্রেজিং এবং উত্তোলিত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সর্বজনীন ব্যবহারের লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন অত্যাবশ্যক হওয়ায় নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

১.১ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম:

এ নীতিমালা **"ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৫"** নামে অভিহিত হবে।

১.২ নীতিমালার কার্যকারিতা:

এ নীতিমালা জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার জন্য প্রযোজ্য হবে।

১.৩ নীতিমালার পরিধি:

সর্বজনীন ব্যবহার অর্থাৎ সরকারি, বেসরকারি অথবা যৌথভাবে ড্রেজিং পরিচালনাকালে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

২.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

২.১ লক্ষ্য:

সুষ্ঠু ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

২.২ উদ্দেশ্য:

২.২.১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা এবং সময়োযোগী অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনার বিধান সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের আওতায় সমন্বিতভাবে ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক দিক-নির্দেশনা প্রদান;

২.২.২ যে সংস্থা/দপ্তর কর্তৃক ড্রেজিং করা হবে সেই সংস্থার প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ড্রেজিং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা/নির্দেশনা প্রদান;

২.২.৩ স্বল্প প্রবাহ বা প্রবাহহীন নদ-নদীসহ দেশের সকল নদ-নদী এবং জলাশয়ের স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বৃহদাকার খনন (Capital dredging) ও মেইনটেন্যান্স খনন (Maintenance dredging) এর অভিন্ন ও সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রদান;

২.২.৪ ড্রেজিংয়ের প্রভাব হতে নদী পাড় সুরক্ষা, মৎস্য ও জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Aquatic Ecosystem) ও বিভিন্ন জলজ প্রাণির প্রজননক্ষেত্র ও আবাসস্থল সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

২.২.৫ কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ, নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, পরিকল্পিত আবাসন ও নগরায়ণ, নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহারের সামগ্রিক দিক-নির্দেশনা প্রদান;

২.২.৬ ড্রেজিং কাজে সরকারি সংস্থার স্বনির্ভরতা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয়ভাবে ড্রেজার নির্মাণ/সংযোজন, মেরামত করার উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ খাতের বিকাশে প্রয়োজনীয় কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ড্রেজিং কাজের গুণগতমান বৃদ্ধিকল্পে সহায়ক প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করা।

৩.০ সংজ্ঞা:

প্রসঙ্গ পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায়—

৩.১ ‘কর্তৃপক্ষ’ হল বিবেচ্য নীতিমালা প্রয়োগকারী মন্ত্রণালয়;

৩.২ ‘স্থানীয় কর্তৃপক্ষ’ অর্থ বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ;

৩.৩ ‘জরিপ’ বলতে এই নীতিমালায়—

৩.৩.১ ‘টপোগ্রাফিক জরিপ’ (Topographic Survey) অর্থ কোন নির্দিষ্ট স্থানের ভূমিরূপে বিদ্যমান নদী, চর, হ্রদ, পাহাড়, বন ইত্যাদি ও কৃত্রিম অবকাঠামোসমূহের (রাস্তা, রেলপথ, বাড়ি-ঘর ইত্যাদি) অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ (স্থানাংক) এবং কোন স্থায়ী, নির্দিষ্ট ও স্থিতিচিহ্ন (Bench-Mark) সাপেক্ষে উচ্চতা সম্পর্কিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধকরণ ও মানচিত্র প্রণয়ন;

৩.৩.২ ‘ব্যাথিমেট্রিক জরিপ’ (Bathymetric Survey) অর্থ পানি সমতলের নিচের ভূমিরূপের স্থানাংক এবং কোন স্থায়ী, নির্দিষ্ট ও স্থিতিচিহ্ন (Bench-Mark) সাপেক্ষে উচ্চতা সম্পর্কিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধকরণ ও মানচিত্র প্রণয়ন;

৩.৩.৩ ‘হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ’ (Hydrographic Survey) অর্থ স্থির বা প্রবাহমান পানির গভীরতা (Water Depth), পানির প্রবাহ (Water flow) ও দিক, পলি প্রবাহ ও পলির পরিমাণ, পানির গতিবেগ (Water Velocity), জোয়ার-ভাটার বিস্তৃতি, ঢেউয়ের (Waves) ধরন এবং পানির ভৌত বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধকরণ ও লেখচিত্র ইত্যাদি প্রণয়ন;

৩.৪ ‘ড্রেজিং’ অর্থ কোন অনুমোদিত যন্ত্র (পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত) দ্বারা বা কায়িক শ্রমের মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে নদ-নদী বা অন্যান্য জলাশয় (খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ইত্যাদি) খনন;

৩.৫ ‘ড্রেজার’ অর্থ এক ধরনের নির্ধারিত বিশেষ যন্ত্র (পরিশিষ্ট-১) বা যান্ত্রিক জলযান যা নদ-নদী বা অন্যান্য জলাশয়ের (খাল, বিল, হাওর, বাঁওড় ইত্যাদি) তলদেশ বা পানিতে নিমজ্জিত যে কোন স্থান হতে সুষমস্তর ও নির্দিষ্ট প্রশস্ততায় ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল অপসারণে সক্ষম;

৩.৬ ‘ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল’ অর্থ নদ-নদী বা অন্যান্য জলাশয়ের (খাল, বিল, হাওর, বাঁওড় ইত্যাদি) তলদেশ বা পানিতে নিমজ্জিত যে কোন স্থান (খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, জলাশয়, দিঘি, পুকুর ইত্যাদি) হতে অপসারিত বালু/মাটি/অন্যান্য পদার্থ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ইত্যাদি;

৩.৭ ‘বর্জ্য ব্যবস্থাপনা’ অর্থ বর্জ্যমিশ্রিত/অপদ্রব্য মিশ্রিত (যেমন-বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক জাতীয় বস্তু, ধাতব পদার্থ, কাঠ অথবা গাছ এর অংশ, অন্যান্য পদার্থ যা বালু, কাদা মাটিতে মিশে যায় না) ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল হতে বর্জ্য/ অপদ্রব্য পৃথকীকরণ, বর্জ্য অপসারণ, বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ; পরিশোধন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৩.৮ ‘বৃহদাকার খননকার্য’ (Capital Dredging) অর্থ ভরাট হয়ে যাওয়া মৃত ও মৃতপ্রায় নদ-নদীতে পরিকল্পিত এবং সামগ্রিকভাবে বড় আকারের ড্রেজিং কাজ;

৩.৯ ‘মেইনটেন্যান্স খননকার্য (Maintenance Dredging)’ অর্থ ক্যাপিটাল ড্রেজিং পরবর্তী সময়ে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে পানি ধারণ বা প্রবাহ বিশেষত নৌ-পথসমূহে বাৎসরিক ভিত্তিতে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্থানীয় চাহিদা ও প্রয়োজনের নিরিখে বিভিন্ন নদ-নদী বা জলাশয়ে জমে যাওয়া বালু/পলি/মাটি/অন্যান্য পদার্থ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ইত্যাদি অপসারণ;

৩.১০ ‘জীববৈচিত্র্য’ অর্থ বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ এর সংজ্ঞা অনুযায়ী জীবজগতের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্নতা, যা সামগ্রিকভাবে পরিবেশের অংশ এবং স্থলজ, জলজ বা সামুদ্রিক পরিবেশে বিদ্যমান প্রজাতিগত বিভিন্নতা (Species Diversity), কৌলিগত বিভিন্নতা (Genetic Diversity) ও প্রতিবেশগত বিভিন্নতা (Ecosystem Diversity) এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

অধ্যায়: ০২

ড্রেজিং ব্যবস্থাপনা

৪.০ যেকোন ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে নদী বা প্রবাহমান জলধারার পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণপূর্বক 'ড্রেজিং মাস্টার প্লান' প্রণয়ন করা হবে, যা ড্রেজিং পরিচালনাকারী মন্ত্রণালয় কর্তৃক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় পর্যালোচনার দ্বারা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হবে।

৪.১ ক্যাপিটাল ড্রেজিং:

৪.১.১ ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের পূর্বে আবশ্যিকভাবে 'কারিগরি/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা' (Technical/Feasibility study) এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (Environmental Impact Assessment-EIA) করতে হবে। এছাড়া, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালাসমূহ অনুসরণপূর্বক পরিবেশগত প্রভাব (EIA) নিরূপণ এবং সংরক্ষণ ড্রেজিং এর ক্ষেত্রে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রণয়নপূর্বক তা অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

৪.১.২ সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনার দিক-নির্দেশনা, ড্রেজিং সংক্রান্ত ব্যয়, ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের পরিকল্পিত ব্যবহার, ড্রেজিং কার্যক্রমের স্বল্প/মধ্য/দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব ও তা হতে উত্তোরণের বিষয়ে সুস্পষ্ট সুপারিশমালা প্রদান ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;

৪.১.৩ কারিগরি, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ও প্রতিবেশগত সমন্বিত সমীক্ষার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নদ-নদী প্রণালী, প্লাবনভূমির সাথে সংযোগ স্থাপনকারী খাল পুনরুজ্জীবন, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, নদ-নদী ভরাট রোধ এবং নৌ-চলাচলে সুবিধা সৃষ্টিতে ড্রেজিং করতে হবে;

৪.১.৪ ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর মাধ্যমে স্বল্প প্রবাহ বা প্রবাহহীন নদী ও জলাশয়ের পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;

৪.১.৫ জাতীয় নদীরক্ষা কমিশন, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, ও পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দখল ও ভরাট হয়ে যাওয়া নদ-নদী অবৈধ দখলমুক্ত করা ও নদীর গতিপথ পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে;

৪.১.৬ কোন নদ/নদীতে ড্রেজিং পরিকল্পনাধীন এলাকায় সরকার ঘোষিত বালুমহাল থাকলে সেক্ষেত্রে বালুমহালাধীন এলাকায় বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ (সংশোধন ২০২৩) এর ৭(৩) ধারা প্রযোজ্য হবে;

৪.১.৭ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল স্তূপীকরণ ও ব্যবস্থাপনায় নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে (ড্রেনেজ ও স্যুয়ারেজ) বাঁধাগ্রস্ত করা যাবে না বা ক্ষতিসাধন করা যাবে না;

৪.১.৮ ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প উপস্থাপনকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাবে নিম্নের বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

(ক) ড্রেজিং কাজের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিশেষায়িত সংস্থা কর্তৃক হাইড্রোগ্রাফিক/ব্যাথিমেট্রিক জরিপের মাধ্যমে ড্রেজিং স্থানের অবস্থান ও বিস্তৃতি, তলদেশের গঠন প্রকৃতি, অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ড্রেজিং কাজের পরিমাণ;

(খ) তীরবর্তী স্থানের স্থাপনা দেখিয়ে দুই তীরের ইনডেক্স ম্যাপ ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ফেলার স্থান ও দূরত্ব প্রদর্শণ করে প্রণীত ম্যাপ ও সাইট প্ল্যান;

(গ) ড্রেজিংকৃত স্থানের মাটির ধরন, গুণগতমান, পানির গুণগতমান, খনিজ সম্পদ (Mineral Resources), পলির ধরন ইত্যাদি;

(ঘ) ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনার সময়কাল/মেয়াদকাল, সামাজিক পরিবেশ, প্রতিবেশ, জলজ প্রাণীর আবাসস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্রের ওপর ড্রেজিং কাজের সম্ভাব্য প্রভাব;

(ঙ) ড্রেজিং করার পর বন্যার কারণে ড্রেজিং এলাকা আংশিক/পুনঃভরাট হবার আশঙ্কা থাকে বিধায় প্রতি বৎসর মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৪.২ মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং:

৪.২.১ ক্যাপিটাল ড্রেজিংকৃত এবং বিদ্যমান নদ-নদী/জলাশয়ের নাব্যতা রক্ষায় সমীক্ষা ও কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে ড্রেজিং পরিচালনাকারী সংস্থা কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান দ্বারা মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং পরিচালনা করতে হবে;

৪.২.২ মেইনটেন্যান্স ড্রেজিংয়ের পরিমাণ প্রাক্কলন ও তদনুযায়ী বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা প্রকল্প প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৪.২.৩ অভ্যন্তরীণ ফেরী/নৌপথসমূহে নৌচলাচল নির্বিঘ্ন রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং পরিচালনা করতে হবে;

৪.২.৪ মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং সংক্রান্ত ব্যয় সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও নিয়মিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (ওএন্ডএম) বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৪.২.৫ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল স্তূপীকরণ ও ব্যবস্থাপনায় নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে (ড্রেনেজ ও স্যুয়ারেজ) বাঁধাগ্রস্ত করা যাবে না বা ক্ষতিসাধন করা যাবে না।

৪.৩ ড্রেজিং এ সক্ষমতা বৃদ্ধি:

৪.৩.১ ড্রেজিং-এর জন্য স্থানীয়ভাবে বৃহদাকার ড্রেজার নির্মাণ, ড্রেজারের সহায়ক পার্টস তৈরি ইত্যাদির জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বনির্ভর করে তোলা হবে;

৪.৩.২ বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠায় সরকার প্রয়োজনীয় প্রণোদনা ও নীতি-সহায়তা প্রদান করবে;

৪.৩.৩ ড্রেজিং সেক্টরে ইতিবাচক প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরিতে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৪.৪ কতিপয় ক্ষেত্রে ড্রেজিং নিষিদ্ধ:

৪.৪.১ নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, জলাশয় হতে সরকারের অনুমোদনবিহীন মেশিন চালিত যন্ত্র ব্যবহার করে ড্রেজিং করা যাবে না;

৪.৪.২ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী কোন স্থান বা এলাকা বা পানি প্রবাহ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় (Ecologically Critical Areas - ECA) ড্রেজিং করা যাবে না;

৪.৪.৩ সেতু, কালভার্ট, ড্যাম, ব্যারেজ, বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক, বন, রেললাইন, চা বাগান, পাহাড়, টিলা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার এক (১) কিলোমিটার এর মধ্যে বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত নির্ধারিত সীমানার মধ্যে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না; তবে উল্লিখিত স্থানে পলি পতনের ফলে নৌ চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত গভীরতা না থাকলে প্রয়োজনীয় গভীরতা আনয়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং (Maintenance Dredging) করা যাবে;

৪.৪.৪ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল উত্তোলন বা ড্রেজিংয়ের ফলে কোন নদীর তীর অথবা নদীর তীরবর্তী স্থান ভাঙ্গানের শিকার হতে পারে এইরূপ ক্ষেত্রে ড্রেজিং করা যাবে না;

৪.৪.৫ ড্রেজিংয়ের ফলে কোন স্থানে স্থাপিত কোন গ্যাস-লাইন, বিদ্যুৎ-লাইন, পয়ঃনিষ্কাশন লাইন বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ লাইন বা তদ্‌সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা থাকলে ড্রেজিং করা যাবে না;

৪.৪.৬ সেচ, পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা নদীভাঙ্গন রোধকল্পে নির্মিত অবকাঠামো সংলগ্ন এলাকা; নদী ভাঙ্গন বা নদীর গতিপথ পরিবর্তন হবার আশঙ্কাজনিত স্থলে ড্রেজিং করা যাবে না;

৪.৪.৭ বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ড্রেজিং কাজে নিয়োগ করা যাবে না। বিআইডব্লিউটিএ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করা এবং কর্ম অভিজ্ঞতার পরিধিসহ আবশ্যিক অন্যান্য বিষয়ের আলোকে ড্রেজিং কাজে আগ্রহী লাইসেন্স গ্রহিতাদের তালিকা প্রণয়ন করবে। এর ফলে পরিকল্পিতভাবে ড্রেজিং মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়ন সম্ভব হবে;

৪.৪.৮ নদীর ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ, মৎস্য, জলজ প্রাণি বা উদ্ভিদ বিনষ্ট হবার আশঙ্কা থাকলে ড্রেজিং করা যাবে না;

৪.৪.৯ বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০, বন্দর আইন ১৯১০ সহ অন্যান্য আইনে বারিত রয়েছে এমন এলাকায় কোন প্রকার ড্রেজিং করা যাবে না।

৪.৫ বালুমহাল হতে ড্রেজিং:

৪.৫.১ কোন এলাকাকে বালুমহাল ঘোষণার পূর্বে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ (সংশোধন ২০২৩) অনুসরণপূর্বক ড্রেজিং নকশাসহ বালুমহাল এলাকাকে চিহ্নিত করতে হবে;

৪.৫.২ সরকার ঘোষিত বালুমহালে ড্রেজিং এর ক্ষেত্রে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ (সংশোধন ২০২৩) ও বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১ এর বিধানসমূহ মেনে চলতে হবে;

৪.৫.৩ ড্রেজিং এর ফলে উত্তোলিত বালু স্তুপীকরণ, পরিবহন, অপসারণ, প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে এ নীতিমালায় বর্ণিত প্রযোজ্য নীতিসমূহ অনুসরণ করতে হবে। তবে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ (সংশোধন ২০২৩) বা বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১১ এবং এই নীতিমালায় উল্লেখ নাই এরূপ ক্ষেত্রসমূহে জেলা কমিটি ড্রেজিং পরিচালনাকারী মন্ত্রণালয়ের নিকট নির্দেশনা চেয়ে পত্র প্রেরণ করবে।

অধ্যায়: ০৩

ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা

৫.০ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা:

৫.০.১ ড্রেজিং কার্যক্রম শুরুর পূর্বে টাস্কফোর্স সদস্য, সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী ও ড্রেজিং বাস্তবায়নের জন্য মনোনীত সংস্থার প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে যৌথ প্রি-ওয়ার্ক জরিপ এবং ড্রেজিং সম্পন্ন হওয়ার পর পোস্ট-ওয়ার্ক জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে ড্রেজিং এলাকার প্রতিটি সাউন্ডিং পয়েন্টে চুক্তিকৃত সর্বনিম্ন গভীরতা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে;

৫.০.২ জরিপ ও সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রণীত চার্ট অনুসারে নদ-নদীর তলদেশ হতে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক সঠিক পরিমাণ ঢাল সংরক্ষণ এবং ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের গুণাগুণের বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে নদীর তলদেশ সুষম স্তরে ড্রেজিং করতে হবে;

৫.০.৩ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল নিক্ষেপের মাধ্যমে পানির কোনরূপ প্রবাহ বাঁধাগ্রস্ত করা যাবে না;

৫.০.৪ ড্রেজিং কার্যক্রম নদ-নদীর ভাটি হতে শুরু করা বাঞ্ছনীয় হবে;

৫.০.৫ মাটির প্রাচীর, বালির বস্তা, জিও ব্যাগ, ড্রাম সিট অথবা অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডাইক প্রস্তুতপূর্বক উত্তোলিত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, উত্তোলিত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দ্বারা প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে (Natural flow of water) বাঁধাগ্রস্ত করা যাবে না;

৫.০.৬ ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণ/প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালীন ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশল এবং বাস্তবায়নের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে;

৫.০.৭ ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের পরিমাণ (প্রতি কি.মি. এ ড্রেজিংকৃত মাটির পরিমাণ কত ঘন ফুট), ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের গুণগতমান (শিল্প বর্জ্য, পয়:বর্জ্য ইত্যাদি দূষণ আছে কিনা) ইত্যাদি;

৫.০.৮ শিল্পপার্কসহ টাউনশীপ/হাউজিং ইত্যাদি তৈরিকল্পে ও উন্নয়ন প্রকল্পে ভূমি ভরাট করার জন্য লে আউট প্ল্যানে Biotic ও Abiotic সহ Ecological Balance এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৫.০.৯ পয়:বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য ও অন্যান্য বর্জ্য মিশ্রিত মাটি/বালু/পলি উত্তোলনের জন্য প্রযোজ্য ড্রেজিং পদ্ধতি নির্ধারণ করে পরিবেশগত দিক বিবেচনাপূর্বক ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ড্রেজিং পরিচালনাকারী সংস্থা কর্তৃক দূষণমুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে;

৫.০.১০ যে কোন প্রকার ফসলি কৃষি জমিতে, জোয়ার-ভাটার স্থলে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ফেলা যাবে না এবং অনুরূপ জমিসমূহ উন্নয়ন কাজের নিমিত্ত মাটি দ্বারা ভরাট করা যাবে।

৬.০ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার:

৬.০.১ পরিবেশগত ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিবেচনায় নিয়ে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দিয়ে নদী বা খালের প্রশস্থতা অনুসারে উভয়তীরে বাঁধ তৈরিতে ব্যবহার করা যাবে;

৬.০.২ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বা সড়ক ও জনপথ বিভাগ'র সড়ক-মহাসড়ক, বাপাউবো'র বেড়িবাঁধ, উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ন, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ'র অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টি, হাওর এলাকায় ভিলেজ প্লাটফর্ম নির্মাণ, কেল্লা নির্মাণ, ব্লক ইট নির্মাণ, আশ্রয়ণ প্রকল্প, শিল্পাঞ্চল, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি বৃহৎ স্থাপনা (বিদ্যুৎ কেন্দ্র) নির্মাণ ইত্যাদির জন্য ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করতে হবে;

৬.০.৩ বৃহৎ নদীসমূহের ড্রেজিংয়ের ক্ষেত্রে কারিগরি, সামাজিক, পরিবেশ ও প্রতিবেশগত দিক বিবেচনাপূর্বক সম্ভাবনাময় পুনরুদ্ধারযোগ্য স্থানে নদীর উভয় পাড়ে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দ্বারা কৃষি জমি সৃষ্টি, নগরায়ণ, বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী সৃজন, বাঁধ/রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে;

৬.০.৪ "ট্রেড-অফ সিস্টেম" উদ্ভাবন করে ব্যাপকভাবে প্রচার ও আন্তঃসংস্থা যোগাযোগের মাধ্যমে চাহিদা ও সরবরাহের সমন্বয় করে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করতে হবে;

৬.০.৫ পরিবেশগত, সামাজিক ও কারিগরি দিক বিবেচনাপূর্বক উপকূল অঞ্চল ও বাংলাদেশের সমুদ্রবক্ষে বিস্তীর্ণ কনটিনেন্টাল শেলফে ভূমি পুনরুদ্ধার করা, বন্যার সাথে অভিযোজনের জন্য বাড়ি উঁচু করা, সাইক্লোন সেন্টার তৈরি ইত্যাদিতে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করতে হবে;

৬.০.৬ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দ্বারা কোন জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন না করে ব্লক ইট তৈরির নিমিত্ত শিল্প এলাকার ভূমি উন্নয়ন করা যাবে;

৬.০.৭ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল সরকারি খাস জমিতে প্রাথমিকভাবে স্তূপীকরণ করে তা নানাবিধ কাজে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি জমি না পাওয়া গেলে প্রয়োজনে বেসরকারি জমি ভাড়া করা যেতে পারে;

৬.০.৮ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দ্বারা সৃষ্ট ভূমির (উপকূলীয় অঞ্চল/নদী তীরবর্তীস্থল) স্থানীয় পরিবেশ-প্রতিবেশ বিবেচনায় উপযুক্ত প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ/বপন এর মাধ্যমে বনায়ন করতে হবে;

৬.০.৯ ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর ব্যবস্থাপনা সহজতর করে আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে হবে;

৬.০.১০ হাওর, চরাঞ্চল ইত্যাদি স্থানে যেখানে জল কিংবা স্থলপথে পরিবহনের কোন সুবিধা নেই, সেখানকার জনগণ তাদের বসতভিটা উঁচু করার জন্য ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করতে পারবে;

৬.০.১১ অনুর্বর খাস জমিতে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল স্তূপ করে উঁচু ভূমির রূপ দেয়া যেতে পারে, যা বিনোদন বা পর্যটন এলাকা হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষের আশ্রয় স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে;

৬.০.১২ উন্নয়ন প্রকল্পে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ (সংশোধন ২০২৩) ও বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১১ এর সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে।

৬.১ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল স্তূপীকরণ ও পরিবহনে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ প্রতিপালন করতে হবে:

৬.১.১ ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের ব্যবহার নির্দিষ্ট করে ড্রেজিং পরিচালনাকারী সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সংস্থা/ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ক্রয়কারী/ গ্রহিতা/দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল স্থানান্তর ও পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে;

৬.১.২ ড্রেজিং কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে (in parallel) ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল স্থানান্তর কার্যক্রম শুরু করতে হবে;

৬.১.৩ নদী তীরের ভূমিতে দীর্ঘ সময় খননকৃত মাটি স্তূপ না করে নিয়মিত অপসারণের মাধ্যমে স্তূপীকরণের স্থান প্রস্তুত রেখে খনন কাজ অব্যাহত রাখতে হবে;

৬.১.৪ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল স্তূপীকৃত করে রাখার সময় বা পরিবহনের সময় বায়ু দূষণ বা পানি দূষণ করা যাবে না;

৬.১.৫ জেলা ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটি কোন স্থানে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল স্তূপীকরণের সর্বোচ্চ সময়সীমা কত দিন হবে তা নির্ধারণ করে দিতে পারবে।

অধ্যায়: ০৪
কমিটি ও বিবিধ

৭.০ ড্রেজিং কার্যক্রম ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা যেতে পারে:

৭.১ ড্রেজিং সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি:

ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিবের সভাপতিত্বে ৫-৬ সদস্যের কারিগরি কমিটি গঠন করতে পারবে। এছাড়া, আওতাধীন সংস্থা প্রধানগণ, মনোনীত বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ সদস্য, বিবেচ্য কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়, যেমন-পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে কারিগরি কমিটি গঠিত হবে। উক্ত কমিটিতে প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে কমিটিতে আমন্ত্রণ জানানো যাবে।

৭.১.১ কারিগরি কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ হবে:

১. জেলা ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটি কর্তৃক প্রেরিত বিষয়সমূহ প্রাথমিকভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রদান;

২. জেলা পর্যায়ে ড্রেজিং পরিচালনাকালে উদ্ভুত কারিগরি সমস্যার সমাধান প্রদান;

৩. ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনাকালে সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যার নিরসনকল্পে মাঠ পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;

৪. ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা এবং এতদসংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়সমূহ আলোচনা ও সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫. বিবিধ প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম।

৭.২ 'জেলা ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটি':

ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং এর নিমিত্ত একটি **'জেলা ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটি'** থাকবে:

(১)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(২)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(৩)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(৪)	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(৫)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য

(৬)	উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
(৭)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিআইডব্লিউটিএ বা পানি উন্নয়ন বোর্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(৮)	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ছাত্র প্রতিনিধি	সদস্য
(৯)	যে সংস্থার নেতৃত্বে ড্রেজিং পরিচালিত হবে, উক্ত সংস্থার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা না থাকলে উপযুক্ত 'প্রতিনিধি' সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।	সদস্য-সচিব

উক্ত কমিটিতে প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞকে কমিটিতে আমন্ত্রণ জানানো যাবে।

৭.২.১ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

১. কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে স্থানীয় জনগণের সমষ্টিকৃত চাহিদার আলোকে রাস্তাঘাট, শিক্ষা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট, ঈদগাহ, মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান, শ্মশানঘাট, খেলার মাঠ, সরকারী খাসজমি, পতিত জমি ও অন্যান্য সরকারী/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নীচু জায়গা ভরাট/উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আবেদন (যদি থাকে) অগ্রাধিকার নির্ধারণপূর্বক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিনামূল্যে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল বরাদ্দ প্রদান করবে;

২. আবেদন না থাকলে কমিটি বিধি মোতাবেক উত্তোলিত ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের মূল্য নির্ধারণ, বিক্রি ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করবে, প্রতিযোগিতামূলক দর প্রাপ্তির লক্ষ্যে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল বিক্রয়ের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিতে পারবে, বিজ্ঞাপন খরচ সংশ্লিষ্ট সংস্থার বাজেট থেকে নির্বাহ করা হবে;

৩. নির্ধারিত স্থান হতে উত্তোলিত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ, যেমন- ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল উত্তোলন কার্যক্রম তদারকি, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান, ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল সংরক্ষণের স্থান নির্ধারণ করবে;

৪. উত্তোলিত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল সরকারি খাস জমি/পতিত জমি/রিকুইজিশনকৃত জমিতে স্তুপ করে রাখার অনুমতি প্রদান করবে;

৫. ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল স্তুপীকরণের ক্ষেত্রে কোন জটিলতা সৃষ্টি হলে তা নিরসন করবে;

৬. পরিবেশ অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি নদ-নদী ড্রেজিংয়ের ফলে পরিবেশ-প্রতিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করবে;

৭. মা মাছের প্রজনন সময়ে মাছের আবাসস্থল/বিচরণক্ষেত্র/অভয়াশ্রম/ প্রজননক্ষেত্রসমূহে নদ-নদী ড্রেজিং বন্ধ রাখবে;

৮. নদীর গতিপথের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ এবং এর ফলে নদী ভাঙ্গন হচ্ছে কিনা অথবা নদী তীরবর্তী জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রদান করবে;

৯. নৌ-পথে নৌযান চলাচল সুগম রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং সুপারিশ প্রদান করবে;

১০. আন্ত:নদী সংযোগ স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং খননের মাধ্যমে সচল রাখার ব্যবস্থা নিতে পারবে;

১১. নদ-নদী ড্রেজিংয়ের ফলে বাঁধ, স্থাপনা বা অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা বা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করবে;

১২. উদ্ভুত কারিগরি সমস্যা কারিগরি কমিটির নিকট সমাধানের জন্য প্রেরণ করবে;

১৩. খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় খননের উদ্যোগ প্রক্রিয়াকরণ ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা প্রদান করবে;

১৪. অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৮.০ বিরোধ নিষ্পত্তি:

এ নীতিমালা বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যাবলি অন্য কোন মন্ত্রণালয়ের বা সংস্থার কার্যাবলির সাথে সাংঘর্ষিক হলে বা কোন মতবিরোধ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে তা সমাধান করতে হবে। জনগণের অভিযোগ যথা দ্রুত নিস্পত্তি করতে হবে।

৯.০ নীতিমালা পরিবীক্ষণ:

এই নীতিমালা কার্যকরের পর ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অন্যান্য সকল পরিপত্র, নীতিমালা, অফিস আদেশ ইত্যাদি বাতিল বলে গণ্য হবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর সমন্বয়ে গঠিত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এই নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে।

১০.০ ক্ষমতা সংরক্ষণ

এই নীতিমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার জনস্বার্থে প্রয়োজন অনুসারে নীতিমালার অংশবিশেষ শিথিল, সংশোধন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিমার্জন করতে পারবে; তবে সর্বদা পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষা সর্বাধিক প্রাধান্য পাবে। এই নীতিমালা প্রতি তিনবছর পর পর হালনাগাদ করা হবে।

(পরিশিষ্ট -১)

ড্রেজিং যন্ত্রের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম
১.	কাটার সাকশান ড্রেজার
২.	ট্রেইলিং সাকশান হপার ড্রেজার
৩.	অ্যাম্ফিবিয়াস মাল্টিপারপাস ড্রেজার
৪.	গ্রাব ড্রেজার
৫.	চেইন বাকেট ড্রেজার

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd